গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মনিটরিং, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, ভবন নং- ৩, কক্ষ নং- ৩৩২, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সভার তারিখ	:	২৫-১০-২০১৭ খ্রিঃ
সভার সময়	:	বেলা-২.০০ ঘটিকা
উপস্থিতি তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক

১.০. আলোচনা:

১.১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বিগত সময়ের তুলনায় স্বাস্থ্য সেবার মাত্রা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ মান অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের পরিচালনা সরকারের দায়িত্বে আসার পর হতে এ হাসপাতালের বহির্বিভাগের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগণকে পরিপূর্ণ চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইনডোর সেবা চালু করা প্রয়োজন। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে প্রতিষ্ঠানটিতে ইনডোর সেবা চালুর বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

১.২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, পরিচালক, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালকে কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে ইনডোর সেবা চালুর নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রতিষ্ঠানটিতে কোন অপারেশন থিয়েটার না থাকায় বর্তমানে শৈল্য চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। সাময়িকভাবে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন করে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে শৈল্য চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে ইনডোর সেবা চালু করা যেতে পারে। বিদ্যমান অবকাঠামোতে প্রসূতি সেবার ক্ষেত্রে সিজারিয়ান অপারেশন ছাড়া অন্যান্য চিকিৎসা সেবাসহ স্বাভাবিক প্রসবের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে এ মুহূর্তে চিকিৎসক ও নার্স পদায়ন করা যেতে পারে। কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের অনুকূলে এককালীন থোক বরাদ্দ দেয়া হলে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

১.৩ পরিচালক, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল বলেন, প্রতিষ্ঠানটিতে রোগী ভর্তির মাধ্যমে ইনডোর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ভবনটিতে রোগীদের উঠানামা করার জন্য লিফট স্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়া ভর্তি রোগীদের ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহের নিমিত্তে গভীর নলকূপ স্থাপন, স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ লাইন ও সাব স্টেশন/ট্রান্সফরমার স্থাপন, জেনারেটর স্থাপন, ওয়াশিং প্লান্ট ও স্টেরিলাইজেশন মেশিন স্থাপন, ক্যামিকেল রি-এজেন্ট, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্র ক্রয়, প্রয়োজনীয় জনবল, খাবার সরবরাহের জন্য বৃহৎ আয়তনের কিচেন ব্যবস্থা চালু ইত্যাদি আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবান করা হলে আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে এ সেবা প্রদান করা যেতে পারে। বর্তমানে মেডিসিন, চর্ম রোগ এবং শিশু বিভাগ চালু করা যেতে পারে। পরিচ্ছন্নতার জন্য বাজেট বরাদ্দ দেয়া হলে তা থেকে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে।

১.৪ পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, যেসকল রোগীর শৈল্য চিকিৎসার প্রয়োজন নেই তাদের ভর্তির মাধ্যমে হাসপাতালটিতে ইনডোর সেবা চালু করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির নিচ তলায় প্রসূতি মায়েদের স্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১.৫ অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, শিশু, গাইনী, চর্ম ও মেডিসিন এ সেবা দিয়ে ইনডোর সেবা চালু করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে সেবার পরিধি বাড়ানো যেতে পারে। এছাড়া দেশের সকল জেলায় জরুরি চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধি করা হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বহিরাগত রোগীদের চাপ কমবে। মন্ত্রণালয়ে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে ২০০ (দুইশত) কোটি বরাদ্দ রয়েছে যা যৌক্তিকভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।

১.৬ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, পূর্ণাঙ্গ ইনডোর সেবা চালুর ক্ষেত্রে বর্তমানে সমস্যা থাকলেও স্বল্প পরিসরে কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। পরবর্তীতে সেবার পরিধি বাড়ানো যেতে পারে। শৈল্য চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টির পূর্বে প্রতিষ্ঠানটিতে প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান না করাই সমীচীন।

১.৭. পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে আরও ১২টি শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। তিনি প্রতিষ্ঠানটিতে জরুরি স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধির জন্য কিছু অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, ইমারজেন্সী ইউনিটে ২০টি শয্যা (৫টি আইসিইউ বেডসহ) বৃদ্ধি করা হলে জরুরি চিকিৎসার জন্য আগত রোগীদের অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিয়াক সার্জারী ইউনিট চালু করা হলে জনগণকে আরও বেশী সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। তিনি এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে ৫৬ (ছাপান্ন) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারগুলো কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করার অনুরোধ জানান।

১.৮. পরিচালক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, তার প্রতিষ্ঠানে ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসারের সংকট রয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠানটিতে আরও ৪ জন ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার পদায়নের অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি তার প্রতিষ্ঠানে সিটি স্ক্যান মেশিনটি অত্যন্ত পুরোনো প্রযুক্তি সম্পন্ন এবং এর মেরামত ব্যয়বহুল এবং এটি ব্যবহারও অনেক বেশী করা হয়েছে উল্লেখ করেন। বর্তমানে মেশিনটিকে মেরামত করা হলে তা আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী হবে না উল্লেখ করে মেশিনটি অকেজো ঘোষণার অনুরোধ জানান। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির পুরাতন এক্সরে মেশিনটিও তিনি অকেজো ঘোষণার অনুরোধ জানান। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে ৪৯টি এসি পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে ৬৮১৩ কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয়ের সম্মতি প্রদানের অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি তার প্রতিষ্টানের একটি ৫০০ কেভিএ জেনারেটর এবং ১০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপনের অনুরোধ জানান।

২.০ সিদ্ধান্ত

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.১. কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ইনডোর সেবা চালু করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও বরাদ্দ প্রদান করা হবে;

২.২. কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে একটি ডায়ালাইসিস মেশিন স্থাপনের জন্য ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়;

২.৩. ঢাকার পার্শ্ববর্তী হাসপাতালগুলো হতে ৪জন ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসারকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংযুক্তিতে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়;

২.৪. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরাতন এক্সরে মেশিন ও সিটি স্ক্যান মেশিনটিকে অকেজো ঘোষনার উদ্যোগ গ্রহণের এবং একটি নতুন এক্সরে মেশিন ও সিটি স্ক্যান মেশিন সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক প্লাটুন অংগীভুত আনসার সদস্য পদায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২.৫. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ, এনআইসিইউ, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, ওটি, ডায়ালাইসিস, রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে (পোষ্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড) স্থাপনকৃত অকেজো এসিসমূহের স্থলে নতুন এসি ক্রয়ের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩.০. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ নাসিম)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-হাস-১/ক্লিনিক-৩/২০০৪ (অংশ-৩)-১৮৬ (১৬) তারিখঃ-১৬.১১.২০১৭ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/আর্থিক ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫/১০৬ মতিঝিল বা/এ , ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
০৫। অধ্যক্ষ, স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
০৬। পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৭। পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
০৮। পরিচালক, স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
০৯।পরিচালক, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১০। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য ইউং, পূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১১। উপসচিব (সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১২। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ, মহাখালী, ঢাকা।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, মহাখালী গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা।
১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, (ই/এম) ডিভিশন-৮, মিরপুর, ঢাকা।
১৫। তত্ত্বাবধায়ক, কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল, উত্তরা, ঢাকা।
১৬। তত্ত্বাবধায়ক, যক্ষা নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান, চানখারপুল, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে-

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। যুগ্মসচিব (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৬.১১.২০১৭

(মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন চৌধুরী)
উপসচিব
(মনিটরিং, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান-১)
ফোন- ৯৫৪৯৬৬৯